সার ডিলার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

দলটির দাবি, জেলায় ৪৫ জন সার ডিলারের মধ্যে ৪২ জনই বিএনপির দলীয় লোক। তবে এ দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বুধবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গায় দলটির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ ও দাবি তুলে ধরা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা জামায়াতের আমির ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মো. রুহুল আমিনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০২৬ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলায় ৪৫টি সার ডিলারশিপের বিপরীতে ৬৪২টি আবেদন জমা পড়েছে। এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, দলীয়করণ ও যোগ্য আবেদনকারীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে।

এসব অভিযোগের সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে নিয়োগের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, আবেদনকারীদের যোগ্যতা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গুদাম ও আর্থিক সক্ষমতা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে কি না এবং নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে কি না, তা প্রকাশ করতে হবে। ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার নামে অর্থ লেনদেন বা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আট দফা দাবি তুলে ধরে জামায়াত নেতারা বলেন,

নিয়োগপ্রক্রিয়া তদন্তে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন, নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই, নিয়োগের মানদণ্ড ও ফলাফল প্রকাশ এবং আবেদনকারীদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা। পাশাপাশি তদন্ত চলাকালে প্রয়োজন হলে আইনগত ক্ষমতার আওতায় অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

একই সঙ্গে দলীয় পরিচয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবের পরিবর্তে যোগ্যতা, সততা ও কৃষকসেবার সক্ষমতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগ এবং কৃষকদের কাছে নির্ধারিত মূল্যে সময়মতো সার পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

নাগরিক সমাজের ব্যানারে জামায়াতের বিক্ষোভ কর্মসূচি

মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। মানববন্ধনে সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য দেন নুরু রহমান, তাওফিকুল ইসলাম ও আবুল হোসেন।

নুরু রহমান বলেন, মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম করে প্রাথমিক বাছাই করা হয়েছে। নতুন করে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত যোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এতে সাধারণ নাগরিক ও

কৃষকরা সুবিধা পাবেন এবং সার বিতরণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে হবে।

সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের দাবি, আবেদনকারীদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে সার ডিলার হওয়ার যোগ্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সার বিক্রির সক্ষমতা রাখেন, দল-মত নির্বিশেষে জনস্বার্থে তাদের বাছাই করে ডিলার নিয়োগ দিতে হবে।

তাওফিকুল ইসলাম বলেন, কতিপয় সরকারি দলের লোকের যোগসাজশে যোগ্য প্রার্থীদের বাতিল করে দলীয় একপেশে লোকদের নিয়োগ দেওয়ার যে পাঁয়তারা চলছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন গোপনে ও রাতের আঁধারে করা হয়, তখন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না। রাতের আঁধারে ঘরে বসে স্বৈরাচারী কায়দায় সার ডিলার নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে।

পরে জেলা প্রশাসক বরাবর ছয় দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাছাই কমিটিতে আবেদনকারী সার ডিলারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা, অযোগ্য আবেদনকারীদের বাতিলের কারণ প্রকাশ করা এবং যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার বেশি হলে প্রকাশ্যে লটারির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা।

এ ছাড়া স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হলে সম্ভাব্য অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করা এবং কোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ সুবিধা না দেওয়ার দাবিও জানানো হয়।